মোহিনীবিলাস নামক গ্রন্থ।

রেজেষ্টরী করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করা গেল যে কেহ উক্ত পুস্তক ছাপিবেন তিনি দায়িমতে দাবির দায়ি হইতে হইবেক।

অর্থাৎ

শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম ও শক্তির হস্তে বধ।

গৌড়ীয় ভাষায় শ্রীতারিণীচরণ দাস কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীযুত তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

সংশোধিত হইয়া

কলিকাতা

অনুবাদযন্ত্রালয় মুদ্রাঙ্কিত হইল।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি উক্ত যন্ত্রালয়ে অন্বেষণ করিলে পাইবেন।

সন ১২৬৮ সাল ১৫ ভাদ্র।

মূল্য ।০ চারিয়ানা মাত্র।

শুচিপত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

স্মরণং।

অথ গণেশ বন্দনা।

গণেশায় নমোনমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম,
পরমপুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর, গজমুণ্ড লম্বোদর,
মোহাযোগী পরম সুন্দর॥
বিঘনাশ কর বিঘ রাজ॥
পূজা হোমযোগযাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
তবনামে সিদ্ধ সর্ব্বকাজ॥
স্বর্গপাতাল ভূমি, বিশ্বের কারণ তুমি,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে, দুর্গারে জননী কয়ে,
ক্রীড়াকর হয়ে অনুকুল॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া, সংসার সমুদ্র পিয়া,
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া দৃষ্টি, পুনঃকর বিশ্বসৃষ্টি,
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥
বিধিবিষ্ণু, শিবশিবা, ত্রিভুবন রাত্রিদিবা,
সৃষ্টি পুনঃ করহ সংহার।
বেদেবলে তুমিব্রহ্ম, তুমি যপ কোনব্রহ্ম,
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥

যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নারিনু কভু,
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তবনাম লয় যেই, আপদে এড়ায় সেই,
তুমি দাতা চতুবর্গ দানে॥
আমি চাহি এইবর, শুন প্রভু গণেশ্বর,
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বিরচিব।
কৃপাবোলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্নহর,
ইথে পার তবে আমি পাব॥
আপনি আসরে উর, নায়কের আসাপুর,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষ।
শ্রীনাথ শঙ্কণ করে, মার্কণ্ডের অনুসারে,
বিপ্র ভারত তন্ত্রের আদেশ॥

মোহিনী বিলাস নামক গ্রন্থঃ

জয়২ মৃত্যুঞ্জয় জায়া শুভংকরী ।
যশোদানন্দিনী জায়া জয় যজ্ঞেশ্বরী ॥
জগদম্বা জগৎ কর্ত্রী জগৎ পালিনী ।
জলদ বরণী ভবযন্ত্রণা বারিণী ॥
দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা দনুজ দমনী ।
দুর্গা দশভুজা দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী ॥
দীনের জননী দয়াময়ী দর্পহরা ।
চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী চণ্ডমুণ্ড ধরা ॥
চণ্ডরূপা উগ্রচণ্ডা অসুর ঘাতিনী ।
অসিমুণ্ড ধরা তারা মস্তক মালিনী ॥
মহেশ্বরী মহালক্ষ্মী মহেশ মহিলা ।
মহামায়া মোক্ষদাত্রী মাতঙ্গী মঙ্গলা ॥
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভ নাশিনী ।
শিবদূতি মহাতেজাঃ শিবসিমন্তিনী ॥
সিংহবাহিনী শ্যামা শ্মশান বাসিনী ।
শবাসনা বিবসনা সংকট নাশিনী ॥
নিশুম্ভ নাশিনী শিবে শুম্ভসংহারিণী ।
শারদা সুখদা মৃড়া শম্ভু সোহাগিনী ॥
বরদা বগলা ভীমা সুরেন্দ্র পালিকে ।
কাত্যায়নি জননী গিরিন্দ্র বালিকে ॥
যোগেন্দ্র মনোমোহিনী মুনীন্দ্র বন্দিতা ।
খগেন্দ্র ফণীন্দ্র চন্দ্র সবার পুজিতা ॥

ত্রিগুণ ধারিণী তারা ত্রিতাপ নাশিনী ।
ত্রিগুণময়ী জ্ঞানশক্তি ত্রিলোক তারিণী ।।
সত্যানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী জগদম্বা ।
মুক্তকেশী মৃত্যু হরা ষড়ানন মাতা ।।
শ্রীমন্ত সর্বেশ্বরী সাবিত্রী রুক্মিণী ।
রক্ষাকর্ত্রী রক্ষাকালি মোক্ষপ্রদায়িনী ।।
বরাহ রূপিণী চৈণ বারাহী ঈশ্বরী ।
ঈশানী ঈশান প্রিয়ে দৈত্য বিনাশিনী ।।
লম্বোদরী পিঙ্গলাক্ষী কামাক্ষ্যা কামিনী ।
ব্যাঘ্রাম্বরী চন্দ্রমুখা বনরঙ্গিণী ।।
নিশাতি রক্ষণী অনন্তি ভগবতী ।
জয়ন্তী মঙ্গলা ভদ্রকালি পদ্মাবতী ।।
গান্ধারি শিখরা শঙ্খ শক্তি ধূম হস্তী ।
গায়ত্রী সাবিত্রী বেদগর্ভ সরস্বতী ।।
সুন্দরী পরাসুন্দরি শূলি দক্ষমাতা ।
কৌষিকী সুরতি মায়া চিত্রা মা কী সতী ।।
বৈষ্ণবী অপরাজিতা মেনকা নন্দিনী ।
পিনাক ধারিণী অদ্রা পশুপতি প্রিয়া ।
অন্নপূর্ণা অচ্যুতা মা অম্বিকা অভয়া ।
তেজময়ী দেব মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী ।।
সর্বমন্ত্র ময়ী সত্যা অনন্ত কুমারী ।
ত্রৈলোকেশী রক্তদন্তী রসনা লম্বিনী ।।
শূল কণ্ঠা শঙ্খিনী মা ললাট বাসিনী ।
শিরশ্ছিন্না উমাদেবি থেকরি চক্ষেতে ।।

উত্তর বাসিনী কর্ণে সুগন্ধা নাসাতে।
সর্ব্ব সাক্ষিনী গোমাতা স্থিতো নয়নেতে।।
জিহ্বা বিহারিনী চণ্ডী গ্যারে কে জানীতে
সৌভদ্রিকা মহাদেবী গ্রীবা বিহারিনী।।
চিন্ময়ী চিত্তস্থিতা অশোক বাসিনী।
হস্তদয়ে বাস তব বজ্রধরা করে।।
মহাবাণী কণ্ঠ স্থিতা চিনিতে কে পারে।
জন্মহরা জগন্মাতা স্থিতা স্তনদ্বয়ে।।
বিরাজিতা ললিতা মা সর্ব্বদা হৃদয়ে।
উদরে সিংহ বাহিনী রূপে বাসকর।।
কটিদেশে ভগবতী সতত বিহার।
বিন্ধ্য বাসিনীগো মাতা স্থিতা উরুদ্বয়ে।।
জঙ্ঘেতে বিহার মহা বালা রূপী হয়ে।
পাদদ্বয়ে বিরাজিতা ভূতল বাসিনী।।
সর্ব্বজীবে আবির্ভূতা এরূপে তারিনী।
বিধির বিধাতা মাতা তুমিগো তারিণী।।
তংহি আদ্যা মহবিদ্যা গুণ প্রসবিণী।
ত্বংহি সত্ত্ব রূপে কর ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।।
রজোরূপে কর সীতা জীবের পালন।
তমোরূপে কর সব জীবের সংহার।।
তোমার মহিমা মাতা কিবা চমৎকার।
তুমি মা ভক্তের ধন ভকত বৎসলা।।
ভক্ত বাঞ্ছা পূরাইতে কত করো ছলা।
যেরূপে যেজেবে মাগো তোমার চরণ।।

সেরূপে তাহার বাঞ্ছা কর মা পূরণ।
ত্বংহি আদ্যা মায়া বিদ্যা ত্রিগুণ রূপিনী।
ত্বংহি দিবা ত্বংহি সন্ধ্যা তুমি মা রজণী॥
ত্বংহি জল ত্বংহি স্থল তুমিগো আকাশ॥
পর্ব্বত কানন ত্বংহি তুমিমা বাতাস॥
ত্বংহি ধবা নিরা কারা ত্বংহি ধরা ধর।
ত্বংহি সূর্য্য তংহি চন্দ্র ত্বংহি পয়োধর॥
গুঢভাব না জানিয়া যত মড় মতি।
কালিকৃষ্ণ মনে ভাবে প্রভেদ আকৃতি॥
গোড়া না জানিয়া যত গোঁড়া দের গোল।
ভেদ করে খির ফেলে খেয়ে মরে খোল।
লিলা প্রকাশিতে আর ভক্তে ভুলাইতে।
ধরেছ অনেক রূপ অনেক স্থানেতে॥
মৎস্য রূপে করেছ মা বেদের উদ্ধার।
কুর্ম্ম রূপে ধরিয়াছ পৃথিবীর ভার॥
মহীর উদ্ধার কর বরাহ রূপেতে।
সংহারিলে হিরন্যাক্ষ নৃসিংহ রূপেতে॥
এক রাম রূপে কর নিঃক্ষত্রীয় ক্ষিতি।
আর এক রাম রূপে নাশ লঙ্কা পতি।
সামান্য নহে সে কাণ্ড প্রকাণ্ড যে অতি।
বাল্মীক রচনে হয় সপ্ত কাণ্ড পুঁথি॥
কৃষ্ণ হয়ে গকুল নগরে দ্বাপরেতে।
কিলীলা করেছ গপি গণের সহিতে।
রাখাল হয়েছ মাগো রাখালের সাজে।

শ্রীনন্দ ঘোষের বাধা ধরিয়াছ মাথে ॥
চুরীকরে ঘরে ২ খেয়েছ নবনী।
যসোদারে মা বলেছ জগৎ জননী॥
শেষে ব্রজে বিচ্ছেদ অনল দিয়ে জেলে।
কংস ধংস হেতু যাও মথুরায় চলে॥
রিপুনাশ করি বাস কর মা তথায়।
জরাসিন্ধু ছলে মধ্যে যাও দ্বারকায়॥
কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের সমরেতে।
মহী প্লাবিতা কর মানব শোনিতে॥
বীর শূন্য করি মহী সম্বর সেলীলা।
তব চক্র কে বুঝিবে ওগো গিরিবালা॥
তদপুরে বুদ্ধবেশে উৎকলেতে বাস।
যেরূপ দর্শনে নাসে সমনের ত্রাস॥
কি আশ্চর্য্য লীলা তথা বর্ণে সাধ্য কার।
একাকার নাই যথা সব একাকার॥
ছবা নাই সিপা পথে সদা মন ভায়।
দ্বিজ সুদ্রে একত্রেতে সুখে অন্ন খায়॥
তার পরে শুনিয়াছি বেদের কাহিনী।
ভবিষ্যতে কল্কিরূপ ধরিবে তারিনি॥
চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরে ছিলে মা এমহি মণ্ডলে।
রক্তবিজ শুম্ভনিশুম্ভ বধ কুতুহলে॥
তাঁহার বৃত্তান্ত লিখি সুন নর গন।
চামুণ্ডার কীর্ত্তি রচে শ্রীনাথ শর্ম্মণ॥

অথ শুম্ভনিশুম্ভের জন্ম ও তপস্যা।

প্রকাশ্য শক্তির মুক্তি কিতি নানা মত।
তার মধ্যে সার মত কহি সাধ্য মত॥
পরন্দর বাউ আদি অদিতি নন্দন।
বিষ্ণু শিব অংসে জন্ম সুনীতা চরণ॥
দিতি পুত্র দৈত্যগণ দুষ্ট তায় নাস।
মহেশের অংসে পুত্র দিতির প্রকাশ।
স্তবে বস মহেস দিতিকে দিলা বর।
জন্মিল শিবের অংসে যুগল কোঙর॥
দিতি রাখে নাম শুম্ভ নিশুম্ভ দোঁহার।
বিশাল শরির মহা ভয়ঙ্করা কার॥
দুই জন বলবন্ত দুরন্ত অধিক।
গর্ভ দোসে দয়া ছিল বুদ্ধি আশু রিক॥
ইন্দ্রের ঐশর্য্য শুনি হিংসা উপজিল।
ইন্দ্রত্ব পাইতে চিত্তে আশয় করিল॥
শিব মন্ত্রে দিক্ষা হয় শুক্রের সদন।
উপদেশ দিলা জ্ঞান ধর্ম্ম বড় ধন।
দৈব বল স্থলে বৃথা বাহু বল যত।
শুনিয়ে নিশুম্ভশুম্ভ তপস্যায় রত॥
হিমালয়ে শিবলিঙ্গ করিয়া স্থাপনা।
কায়মনে করে দোঁহে শিবআরাধনা॥

ভক্তিহেতু সেই লিঙ্গে আবির্ভাব রায়।
শুম্ভুর স্থাপিত লিঙ্গ শম্ভু নাথ নাম॥
দুই জনে কঠোর তপস্যা আরম্ভিল।
আহার আলস্য নিদ্রা প্রভৃতি তেজিল॥
স্থাপিত লিঙ্গের অগ্রে দুই বল সয়।
বৃদ্ধাঙ্গুলে দাণ্ডাইয়ে যুড়ি দুই কর॥
গ্রীষ্ম কালে চারি দিকে জ্বালিয়ে অনল।
তার মধ্যে করে ধ্যান হীন বিন্দু জল॥
শীতকালে সর্ব্ব অঙ্গ জলে ডুবাইয়ে।
করিতেছে মহা ধ্যান নাশিকা তুলিয়ে॥
বরিসায় মহা বৃষ্টি হিমালয়ে হয়।
বিনি আচ্ছাদনে মহা ধ্যানে রত হয়॥
এমত করিলা দশ সহস্র বৎসর।
তপশ্যায় বশিভূত হইলা শঙ্কর॥
শুম্ভনিশুম্ভের স্থলে মহেশ আসিয়ে।
কর বর গ্রহণ কহেন আশ্বাশিয়ে॥
দুই বির সম্মুখে মহেশ নিরখিয়ে।
কহিতেছে সবিনয়ে প্রনতি করিয়ে॥
কৃপাময় যদ্যপি করিলে অনুগ্রহ।
অন্য বর অপ্রয়াস অমর করহ॥
শুম্ভ প্রতি মিষ্ট ভাসে কহিছেন শিব।
কদাচ অমর বর দিতে না পারিব॥
না হইবে অমর এবর ভিন্ন যাহা।
কহ কহ প্রার্থনা করিব পূর্ণ তাহা॥

শুনিয়ে নিশুম্ভশুম্ভ অন্তরে চিন্তিল।
প্রকারে অমব বর প্রার্থনা করিল।
সতী পতি ব্রতা নারি বয়সে নবিনা।
ত্রিলোকে জিবআত্মা যত সবার প্রাচিনা।
ধন্যা মান্যা বারাঙ্গনা সমর প্রিয়াশা॥
খেচরি আচারি হবে উলঙ্গিনি বেশা॥
অতি বুদ্ধি বতি কিন্তু পাগলিনী সজ্জা।
চাপিতে পতির বক্ষে না করিবে লজ্জা॥
হেন নারি অশিকরে সমরে নাশিবে।
ইহা ভিন্ন আমাদের মিত্ত না হইবে॥
তথাস্তু দিলাম বর কহেন সঙ্কর।
দোহে বলে হইলাম প্রকারে অমর॥
ত্রিলোকে এমত নারি হইবার নয়।
হইব ত্রিলোক জয়ি আর কারে ভয়॥
বর দিয়ে অন্তর্ধ্যান শিব দয়াময়।
আইলা নিশুম্ভ শুম্ভ আপন আলয়॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য মহা বলধর।
রাজা হয় শুম্ভ সর্ব্ব দৈতে উপর।
সুর ভয়ে স্থান ভ্রষ্ট অসুর সকলে।
মিলিল শুম্ভর স্থলে আপনার দলে॥
রক্তবিজ চণ্ডমুণ্ড শ্রেষ্ট সেনাপতি।
ধুম্রখি ধনুকি ধূম্র লোচন প্রভৃতি॥
শুম্ভর বিস্তর সৈন্য সবে বলবান।
নানা অস্ত্র শিক্ষা জানে অশেশ সন্ধান॥

ত্রিলোক জিনিতে শুম্ভ বীরের আসর।
শ্রীনাথ শর্ম্মণ তাতে শঙ্কিত হয়॥

অথ হিমালয় পর্ব্বতে ভগবতির মহিষিরূপ ধারণ।

মহা বীর শুম্ভ রাজা দানবের দলে।
স্বর্গমর্ত্ত পাতাল জিনিতে শুম্ভ চলে॥
সর্ব্বজনে হয় জয়ী প্রথিবী ভিতর।
আশু মদু কর গ্রাহি হয় দৈত্য বর॥
রক্তবিজ চণ্ড মণ্ড প্রচণ্ড দানব।
হয় গজ রথে পদবুজে দৈত্য সব॥
রথা রুঢ় বীর শুম্ভ নিশুম্ভ দুর্জ্জয়।
দেবলোকে করে গতি দম্ভে অতিশয়।
হয় হস্তি রথ চক্র দৈত্যদের রোল।
এক যোগে শব্দকরে সমুদ্র কল্লোল॥
অমরা বতির প্রান্তে তরায় উত্তরে।
সুর দুত কহে পুরন্দরের গোচরে॥
উপস্থিত শত্রু শুম্ভ নিশুম্ভ দুর্জ্জয়।
আইল আশেষ মহা দৈত্য চয়॥
শুনিয়ে সুরেন্দ্র দূত সর্ব্ব সুর সনে।
দেব সব চলিল অসুর সহ রণে॥
সুরা সুর সাক্ষাৎ সংগ্রাম ঘোর তর।
শব্দে স্তব্ধ ত্রিলোক সকাঁত কলেবর॥

দেব দৈত্য যুদ্ধ দশ দিবানিশি হয়।
দৈত্য সহ সমরেতে অশক্ত সুর চয়॥
যদ্য মাংসা হাড়ি দৈত্য কঠিন শরীর।
সারথ্যাদি সব্য ভব্য দেবদল স্থির॥
পরাজয় পরস্পর দেবতা সকল।
লুটিল অমরাবতী শুম্ভ মহাবল॥
দৈত্য ভয়ে ছদ্ম বেশে যায় মর্ত্ত্য পরে।
কহেন দেবতাগণ ব্রহ্মার গোচরে॥
লইল অমরাবতী দৈত্য দুরাচার।
কহ কিসে হয় শুম্ভ নিশুম্ভ সংহার॥
ব্রহ্মা কন দিয়াছেন শঙ্কর যে বর।
শক্তি ভিন্ন নাশ করা অন্যের দুষ্কর॥
চিত্তে চিন্তি চতুর্ম্মুখ দেবতা সংহতি।
কৈলাসে কামদা স্থলে করিলেন গতি॥
পদ্মাসহ পদ্মাসনা বিরলে বসিয়ে।
পদ্মযোনি পুরন্দর প্রণমেন গিয়ে॥
আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা আশুতোষ জায়া।
জগদ্ধাত্রি মনাভীষ্ট দাত্রি মহামায়া॥
শিবে জায়া দুষ্টে হর্যা ত্রিলোকের মাতা।
অসুর [illegible] ভূত [illegible] কাতা॥
দৈত্যভয়ে দুর্দশা দেখ মা দেবতার।
তব নিকট আসিয়াছে [illegible]॥
দেবতাদিগের দশা দেখি [illegible]।
[illegible] বলেন মা [illegible]

চিন্তা দূর কর সবে সই অচিন্তায়।
বিপদ বিনাশ আমি করিব ত্বরায়।।
স্বয়ং ব্রহ্মাদিরা কারে প্রকৃতি আখ্যার।
ইচ্ছা কিঞ্চিৎ কৃত্তি করিতে প্রচার।।
হিমালয়ে উদয় শিবানী সেই ক্ষণ।
শুবেসের শেষ দেশ করেন ধারণ।।
শিব মনোমোহিনী মোহিনী রূপধন।
খণ্ডিত সিন্দূর যাঁর সুন্দর বদন।
কমলাক্ষি কমল যিঁনিয়ে সুকোমল।
পদ্মকর বদন কমল শত দল।।
চরণে নখর দশ দশ চন্দ্রোদয়।
সে জ্যোতিতে রবির কিরণ ক্ষীণ হয়।।
মধুআশে পদপাশে ভ্রময়ে ভ্রমর।
বৃক্ষেতে বসিয়ে সুধা প্রয়াসে চকর।।
কটিক্ষীণা নবীনা কঠিন পয়োধর।
জলস্থ যী রক্তোৎপলদল ওষ্ঠাধর।।
নাপারি তুলনা দিতে সে ভুরু নয়নে।
কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব ধনুঃশর সনে
দশন শ্রবণ নাসা চিকন শোভন।
মেঘ শ্রেণী যিনি বেণী মস্তকে বন্ধন।।
স্বর্ণকমল [illegible] বিম্ব বদন।
শুহ্রকলা যিনি শ্রেণী শুচিকন।।
বহুমূল্য [illegible] নানা অশেষ প্রকার।
[illegible] অঙ্গে অলঙ্কার।।

পর্ব্বতে কুসুমবন শোভা অতিশয়।
শিবানী মোহিনীরূপে তথায় উদয়॥
বিকশিত নানা পুষ্প বসন্ত সময়।
মধুপানে মহানন্দ মধুব্রত চয়॥
পরাৎপরা তারা পুষ্পপাত্র করি করে।
করেন চয়ন পুষ্প উদ্যান ভিতরে॥
ভবানির কোমলাঙ্গে কমল মোহিত।
শ্রীঅঙ্গের সৌরভে কানন আমোদিত॥
শুম্ভ নৃপতির সেনা চণ্ডমুণ্ড নাম।
দুইজনে সে বনে বেড়ায় অবিশ্রাম॥
পাইয়ে পদ্মের গন্ধ চণ্ডমুণ্ড বলে।
প্রস্ফুটিত অকালে কমল বুঝি স্থলে॥
কুসুম কাননে দেখে কমল কামিনী।
কমলের গন্ধ গায় শুকমল লাঞ্ছনী॥
পদ্মিনীর পদ যেন পদ্ম প্রস্ফুটিত।
অকালে কমল হেরি ভৃঙ্গ হরসিত॥
মকরন্দলোভে বধ মত্ত অলিধায়।
পাদপদ্ম বেড়িবেড়ি উড়িয়ে বেড়ায়॥
চাহিয়ে চণ্ডের চিত্ত চমকি উঠিল।
অপরূপরূপ হেরি মোহিত হইল॥
রাজভয়ে চণ্ডমুণ্ড কিছু না বলিল।
দুইজন ত্বরাতে শুম্ভকে কহিল।
কুসুমকাননে এক অপূর্ব্ব অবলা।
সুরাসুরনরে নাহি তাহার তুলনা॥

দৈত্য কহে চল নহে করিব বন্ধন।
তোরেজোরে দৈত্যবরে করিব অর্পণ ॥
কাত্যায়নী কনতোর দুষ্মের লক্ষণ।
শমন ভবণে বুঝি গমনের মন ॥
শুনিক্রোধে অধর অধর কামড়ায়।
ধায়ধূম্র ধরায় ধারণে অধরায় ॥
কোপদৃষ্টি করি শক্তি ছাড়েন হুঙ্কার।
হয় ধূম্রলোচন স্বসৈন্যে ভষ্মকায়ার।
দেখি ভগ্নদূত দ্রুত শুম্ভরীরে কয়।
সে নারীর হুঙ্কারে ধূম্রাদি ভষ্ম হয় ॥
শুনিয়ে শুম্ভের মনে হইল বিস্ময়।
সকলেরি ঐ দসা দ্বিজ শ্রীনাথ কয় ॥

অথ শক্তি সহ সমরে চণ্ড মুণ্ড বিনাশ ও রক্তবীজের যুদ্ধ

নারীর হুঙ্কারে ধূম্রলোচন মরিল।
নারীসহ যুদ্ধে শুম্ভ প্রমাদ গনিল ॥
চণ্ডমুণ্ডে ডাকি কয় করহ গমন।
শীঘ্র আন কামিনীকে করিয়ে বন্ধন ॥
শুনিচণ্ড মুণ্ডচলে দোর্দ্দণ্ড প্রবল।
উপস্থিত হিমালয়ে সহদল বল ॥
পর্ব্বত উপরে হেরে পরমাসুন্দরী।
অতুল্য ধরনী মধ্যে হেন বিদ্যাধরি ॥

অনিমিষে নিরখে মোহিত হয় মোন ।
চণ্ডকহে কেতুমি হেথায় কি কারণ ।।
পার্ব্বতী কহেন পতি বুড়া ভাংখায় ।
তাই আমার বনবাস ছাড়িয়ে তাহায় ।।
চণ্ডকহে চল শুম্ভ রাজার সদনে ।
অঙ্গনে প্রধানাঙ্গ না হবে চন্দ্রাননে ।।
আদ্যাকন নাবুঝি বিধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ।
যে আমারে হবে জয়ী সেই মম ভর্ত্তা ।।
চণ্ডমুণ্ড কয় হৈমবতীর কথায় ।
রমনী তোমার বানী শুনে হাসিপায় ।।
চুর্ণ হয় শিখর শুম্ভের মুষ্টাঘাতে ।
তার সহরণ ইচ্ছা কমল দেহেতে ।।
সক্রোধে সর্ব্বানীকন শুম্ভকে কি ভয় ।
বাম পাদের কণিষ্টাঙ্গুলির তুল্য নয় ।।
চণ্ডমুণ্ড শুনিয়ে কম্পিত ক্রোধভরে ।
কয়ে ধনুর্ব্বাণ ধরি প্রবর্ত্ত সমরে ।।
সিদ্ধিদাত্রী স্মরণ করেন পশুবরে ।
তৎকালে আইল সিংহ শক্তির গোচরে ।।
শক্তি বিশ্বধাত্রী সিংহবাহিনী হইলা ।
ক্রোধাত্মা ত্রিনেত্রা ত্রিনয়নেতে সজ্জীলা ।।
হাস্য মুখী ষোড়শী ভৈরবী ভয়ঙ্করা ।
রূপ ধন্যা রক্তবর্ণী রক্তবস্ত্র পরা ।।
আসিচক্র গদা শূল চারি অস্ত্রধরা ।
শিরে শোভে শশধর ভুলিজালচ্ছায়া ।।

হেরিয়ে মায়ার মায়া দৈত্যগণ কয়।
এরমণী মায়াবিনি নানারূপ হয় ॥
সৈন্যগণ শক্তির সম্মুখে দাণ্ডাইল।
অম্বিকা উপর সভে বাণ প্রহারিল॥
আদ্যার হুঙ্কারে বাণ সকল নির্ব্বাণ।
বিস্ময় হইয়ে সবে পুনঃহানে বাণ॥
করিয়ে সকল সৈন্যে তীক্ষাসি আয়াত।
মুহুর্ত্তেক মধ্য শক্তি করেন নিপাত॥
হেরি চণ্ড মুণ্ড ক্রোধেজ্বলন্ত অনল।
নানা অস্ত্র শক্তিঅঙ্গে প্রহারে অনর্গল॥
পাশ অস্ত্রে সর্ব্ব অস্ত্র নিস্ফল তৎক্ষণে।
ঘোরতর যুদ্ধ হয় চণ্ড মুণ্ড সনে॥
ক্রোধেতে হইল মসীবরণ শক্তির।
ললাট হইতে কালী উদ্ভূত শরীর॥
লোহব লালোল জিহ্বা লোহিত লোচনা।
ভীষণ বৃহদাকার বিকট দশনা॥
মহাঘোরা ভয়ঙ্করা চামুণ্ডা আকার।
চণ্ড মুণ্ড দুইজনে নির্ভয় দুরাচার॥
শেল শুল যখনে প্রহারে দুইজন।
কাত্যায়নী খড়্গাঘাতে করেন ছেদন॥
চণ্ডমুণ্ড সহিত শক্তির মহারণ
স্থূলমাত্র করিলাম কিঞ্চিত বর্ণন॥
মহা ক্রোধে চামুণ্ডা করিয়ে খড়্গাঘাত।
ক্রমে ক্রমে চণ্ড মুণ্ডে করেন নিপাত।

চণ্ডমুণ্ড বিনাশ করেন নিস্তারিনী ।
সেইহেতু চামুণ্ডা নামদিলেন মোহিনী ॥
দৈত্যরাজে কহে দূত ছাড়িয়ে নিশ্বাস ।
নারী করে চণ্ডমুণ্ডে হঁইলো বিনাস ॥
শুনি শুম্ভ শোকে ছাড়ে সঘন নিশ্বাস ।
কি কথা কহিলি দূত চণ্ড মুণ্ডনাশ ॥
ইন্দ্রযমে দমন শমন করে ভয় ।
হেন দুই মহাবীরে নারীকরে ক্ষয় ॥
কহিতে কহিতে চিত্তে ক্রোধ বাড়ে অতি ।
রক্তবীজ বীর প্রতি কহে দৈত্যপতি ।
মায়াবিনি কামিনীকে আনহ বান্ধিয়ে ।
আমারে করহ তুষ্ট তারে দেখাইয়ে ॥
শুম্ভের আজ্ঞায় বীর রক্তবীজ যায় ।
দুই জন ত্রিলোক জই শমনের ন্যায় ॥
কলরব করে সব সৈন্যগণ চলে ।
রক্তবীজ উত্তরিল হিমালয় চলে ॥
পুষ্পবনে কামিনীকে করে নিরীক্ষণ ।
শুস্থির চপলা যিনি বেণী সুচিক্কন ॥
অঙ্গ ভঙ্গ অনিন্দিত প্রসন্ন বদনা ।
রক্তবীজ পরিচয় করিল প্রার্থনা ॥
শক্তি কন গৃহবাদে মনঃপীড়া পাই ।
নানা খেদে অভিমানে বনবাসি তাই ।
রক্ত বীজ কহে চল শুম্ভের সদনে ।
সমাদরে [illegible]

শক্তিকন আমারে যে সমরে জিনিবে।
মমদর্প খর্ব্বকারী ভর্ত্তা সেই হবে॥
এই কথা কহ গিয়ে শুম্ভ বিদ্যমান।
নতুবা আমার করে হারাইব প্রাণ॥
শুনি রক্তবীজ চলে কালান্তের কাল।
হইলা শিবানী সিংহবাহিনী তৎকাল॥
দেখি সেনাপতিগণ ঘেরিল মায়ায়।
ছেদন করেন শক্তি তৎক্ষণাৎ তায়॥
শিব বরে নহে হীন রক্তবীজ বীর।
পড়ে যদি এক বিন্দু মহীতে রুধির॥
শত শত রক্তবীজ হয় সেই ক্ষণে।
তদবধি নির্ভয় ত্রিলোকবাসি সনে॥
শতমূর্ত্তি হয় যে পতনে পড়ে লহু।
হেন জনে ছেদনে পতিত রক্ত বহু॥
রক্তবীজ জলে স্থলে সিখরে স্থাবরে।
রক্তবীজ ভিন্ন অন্য নাহিক সমরে॥
ব্রহ্মসনাতনী শক্তি জানেন সকল।
চরিত্র প্রকাশ হেতু এরীতি প্রবল॥
শূন্য পরে সুরসভে ভয়ে শঙ্কিত।
এক কালে সর্গেতে হইল বিপরীত॥
এক রক্তবীজের সাসনে ছিল ভয়।
নাহেরি নিস্তার রক্তবীজ মহি ময়॥
সুর আদি শঙ্কায় করেন হায় হায়।
দ্বিজ শ্রীনাথ বলে ভয় কালি কায়॥

অথ রক্তবীজ বিনাশ ও নিশুম্ভবধ
গীত তাল মধ্যমান।

কার বামা কুসুমকাননে আসি বিহরে।
কে নারী চিনিতে নারী অশেষ মায়ারীরে॥
কভু নবিনা রূপসি, কভু লম্বা মুক্তকেশি।
বামকরে ধরে অসী, দৈত্যকুল সংহারে॥
রক্তবীজে মহি পূর্ণ করি নিরীক্ষণ।
অতিস্তুতি আদ্যায় করেন দেবগণ॥
শক্তি সর্ব্ব শক্তি মুক্তি প্রদাইনি।
দীনে ক্ষীণে দয়া নতা দুর্জ্জন নাশিনী॥
গুণাতীতায় ত্রিলোক সর্ব্বস্ব দিচ্ছায়।
সুর জায়ি হইল দানব দুর্জ্জয়॥
ত্রান হেতু ত্রানকর্ত্রী তবস্থলে কহি।
মহাভয় উপস্থিত ক্ষয় হয় মহি॥
এক রক্তবীজ ভয়েসদা শশাঙ্কিত।
রক্তবীজ হইল অসংখ্য উপস্থিত॥
এসর্ব্বে নাশিতে মাগো তব ভার নহে।
উপায় করহ মহী ভার নাহি সহে॥
শুনমাই চিত্তে চিন্তা করিলা বিশেষ।
হইলেন করালবদনা কালী বেশ॥
উলঙ্গিনী উগ্রচণ্ডা অতি ভয়ঙ্কর।
রক্তপায়ী দীর্ঘ জিহ্বা লম্বিত শিখর॥